104054 - বয়িরে প্রস্তাবকারী পাত্ররে পক্ষ থকেে পাত্রীর হযিাব পরধািনে অসম্মতি

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি তউিনসিয়িার অধবিাসী একজন ধার্মকি ময়েে। আমার সমস্যা হচ্ছ- আমাকে বয়িরে প্রস্তাবকারী ছলেে আমার হযিাব পরাকে মনেে নচ্ছিে না, এমনকি সটো যদি আধুনকি যুগরে হযিাব হয় সটোও না। আমার প্রশ্ন হচ্ছ- আমি কি তার সাথে সম্পর্ক করব; নাকি প্রত্যাখ্যান করব? উল্লখ্যে, অধকিাংশ তউিনসিয়িান ছলেে এ ধরনরে মানসকিতার হয়ে থাকে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সম্মানতি বোন, আপনার জন্য আমাদরে উপদশে হচ্ছ- পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষরে জন্য আল্লাহর দয়ো উপদশে। যে উপদশেরে মধ্যে দুনয়িা ও আখরোতরে কল্যাণ নহিতি রয়ছে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "বস্তুতঃ আমি নর্িদশে দয়িছেি তোমাদরে পূর্বে যাদরেকে কতিাব দয়ো হয়ছে তাদরেকে এবং তোমাদরেকে –'তোমরা সবাই আল্লাহকে ভয় কর।'[সূরা নসিা, আয়াত: ১৩১] আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে দুনয়িায় কি ভাল কছিু পাওয়া যাবে! আল্লাহর সন্তুষ্টরি পথ ছাড়া কি সুখরে কোন পথ আছ! কোন মুমনি কি আখরোতকে ধ্বংস করে দুনয়িা পতেে চাইব! আল্লাহ তাআলা বলনে: "হে ঈমানদাররো, আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যকে ব্যক্তি চন্তিা করে দখেুক আগামী দনিরে জন্য সে কী (পূণ্য কাজ) অগ্রমি পাঠয়িছে। আল্লাহকে ভয় কর। নশ্চিয় তোমরা যা কছিু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা তাদরে মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গছে। ফলে আল্লাহ তাদরেকে আত্মভোলা করে দয়িছেনে। ওরাই পাপাচারী।" [সূরা হাশর, আয়াত: ১৮-২০] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছলেকেে যমেন দ্বীনদার ময়েে পছন্দ করার নর্িদশে দয়িছেনে ঠকি তমেনি ময়েকেে ও ময়েরে পরবিারকে দ্বীনদার ছলেে পছন্দ করার নর্িদশে দয়িছেনে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তোমরা যে ছলেরে দ্বীনাদারি ও চরত্রিরে ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পার সে যদি প্রস্তাব দয়ে তাহলে তার কাছে বয়িে দাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথবিীতে মহা ফতেনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।" [সুনানে তরিমজিি (১০৮৪) আলবানী সহহি সলিসলিা (১০২২) গ্রন্থে হাদসিটকিে হাসান বলছেনে] যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হযিাব পরধািনে বাধা দয়ে সে দ্বীনদার ও চরত্রিবানদরে কাতারে পড়ে না; যা দখেে বয়িে দতিে বলা হয়ছে। বরং প্রবল ধারনা হচ্ছ- যে লোক তার স্ত্রীকে হযিাব পরতে বাধা দয়ে সে অন্য আরো অনকে কবরিা গুনাহ, হারাম ভক্ষণ, আল্লাহর বধিানাবলীর মর্যাদা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষত্রেে শথিলিতা করব। এ ধরনরে লোক তার স্ত্রী ও পরবিারকে কভিাবে হফোযত করব, কংিবা কভিাবে তার সন্তানসন্ততকিে আল্লাহর আনুগত্যরে উপর লালন-পালন করবে অথচ সে নজিইে গুনাহ করে ও গুনার কাজরে নর্িদশে দয়ে। আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িয়া (ফকিহী বশ্বিকোষ) গ্রন্থে (২৪/৬২) এসছে-অভভিাবকরে কর্তব্য হচ্ছ- তার অধীনস্থকে তাকওয়াবান ও দ্বীনদার পুরুষরে কাছে বয়িে দয়ো। শাইখ সালহে আল-ফাওযান 'আল-

মুনতাকা' গ্রন্থে (৪, প্রশ্ন নং ১৯৮) বলেন: বিয়ের ক্ষেত্রে সৎ ও দ্বীনদার পাত্র নির্বাচন করা কর্তব্য। যে পাত্র বিয়ের পবিত্রতা রক্ষা করবে ও সুন্দর দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ ছাড় দেয়া জায়েয নয়। বর্তমানে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যাপক অবহেলা দেখা যাচ্ছে। এখন লোকেরা এমন ছেলেদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয় অথবা তাদের আত্মীয়দের বিয়ে দেয় যে ছেলেরা আল্লাহকে ভয় করে না, পরকালকে পরোয়া করে না। নারীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের স্বামীর ব্যাপারে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নারীরা এ ধরনের স্বামীদের নিয়ে সাংঘাতিক পেরেশানিতে পড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিয়ের আগে তারা যদি সৎ পাত্র তালাশ করত আল্লাহ তাদের জন্য এমন পাত্র পাওয়া সহজ করে দিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে, অথবা সৎ পাত্রের ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এমনটি ঘটছে। খারাপ লোক কোনদিন ভাল হয় না। তাই পাত্র নির্বাচনে অবহেলা করা জায়েয নয়। কারণ খারাপ লোক তার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করবে। এমনকি স্ত্রীকে দ্বীনবিমুখ করে ফেলতে পারে। সন্তান-সন্ততির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সমাপ্ত। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) নুরুন আলাদ দারব ফতোয়া সংকলনে (বিবাহ/পাত্র নির্বাচন/প্রশ্ন নং-১৬) বলেন: মেয়ের অভিভাবকের উপর ফরজ হচ্ছে- প্রস্তাব দেয়া ছেলের দ্বীনদারি ও চারিত্রিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়া। যদি ভাল তথ্য পাওয়া যায় তাহলে বিয়ে দিবে। আর যদি বিরূপ তথ্য পাওয়া যায় তাহলে বিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকবে। যদি আল্লাহ দেখেন যে, এই অভিভাবক শুধু দ্বীনদারি ও চারিত্রিক কারণে এই ছেলের কাছে বিয়ে দেয়নি তাহলে তিনি অচিরেই তার মেয়ের জন্য দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছেলের ব্যবস্থা করে দিবেন। সমাপ্ত। আমরা আপনার জন্য ভাল মনে করি যে, আপনি এই ছেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন। আল্লাহ আপনার জন্য এর চেয়ে ভাল কোন পাত্রের ব্যবস্থা করে দিবেন। আল্লাহই ভাল জানেন।